গুগির একটামাত্র দাঁত! রাতের অন্ধকারে মুখ খুললেই সেটা নীল রঙের বাতির মতো জ্বলে ওঠে। ওর বয়স কেউ বলে ১০, কেউ বলে ১০০। শুনে গুগি হাসে আর বলে, বয়স দিয়ে কী হয়? আমি চিন্তা করতে পারি। সবকিছু চোখে দেখতে পারি। ভালো-মন্দ খেয়ে হাসিখুশি থাকতে পারি। ইচ্ছেমতন খেলতে পারি। আর কী চাই? সেই গুগির জন্মদিন আগামীকাল। এই দিনটায় বন্ধুদের সাথে অনেক মজা করে খেলতে তার বেশ ভালো লাগে। পূর্ব দিকের জঙ্গলের পাশে সবুজ ঘাসের যে মাঠটা আছে, সেখানেই সবাইকে আসতে বলেছে ও। সারা দিন হইচই করে রাত হলে দাঁতের আলো দিয়ে নতুন নতুন খেলা দেখাবে এবার। ভাবলো– যাই, একটু আগে আগেই চলে যাই ওদিকটায়। মাঠে ময়লা থাকলে বরং একটু পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখি। সকালে সূর্য উঠলেইতো বন্ধুরা সবাই চলে আসবে দল বেঁধে। তখন জায়গাটা সুন্দর লাগলে সবাই দেখে খুশি হবে। এসব ভেবে গুগি চললো সেই মাঠের দিকে।

ফোক্‌লার দাঁত ১০০টা। এটা নিয়ে ভীষণ গর্ব তার। কিন্তু মিথ্যে কথা না বললে ফোক্‌লার ঘুম আসে না কিছুতেই। পেটের মধ্যে তখন খুব জোরে গুড়গুড় গুড়গুড় আওয়াজ শুরু হয়। আর যখনই মিথ্যে বলে, তখনই ওর একটা করে দাঁত টুস করে ঝরে পড়ে। দাঁত হারিয়ে হাউমাউ হাউমাউ কান্নাকাটি শুরু করে ফোক্‌লা বারবার বলতে থাকে, সরি, ভুল করেছি, আর কখনো মিথ্যে বলবো না। এই যে কান ধরলাম, নাক ধরলাম, প্লিজ, দাঁতটা ফেরত দাও। তারপর নাকি আবার একটা নতুন দাঁত গজায়। তখন দাঁত ফিরে পেলে মহা আনন্দে তিড়িংবিড়িং করে লাফায় আর গান গায়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন হলো কি! মিথ্যে কথা বলে, দাঁত হারিয়ে অনেকবার

মাফ চাওয়ার পরও কিছুতেই নতুন দাঁত ফেরত আসে না! অনেক বেশি কান্নাকাটি করে মাফ চেয়ে ফোক্‌লা হামাগুড়ি দেয়, কান ধরে ওঠে আর বসে। মাটিতে নাক ঘষে বলে, সরি, হঠাৎ ভুল হয়ে গেছে। আর কখনো মিথ্যে বলবো না, এবারের মতো মাফ করে দাও, প্লিজ।
কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দাঁতটা আর ফেরত আসে না। কী আর করা, মনের দুঃখে চোখ মুছতে মুছতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করে ফোক্‌লা। যে কটা দাঁত বাকি আছে, সেগুলো গুনতে শুরু করে কিছুতেই মনে করতে পারে না দুইয়ের পর তিন নাকি চার হবে। এক দুই চার, এক দুই চার...এভাবেই গুনে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কী হয় এবারের মতো আমাকে মাফ করে দিলে? বলছি তো, আর মিথ্যে বলবো না। এই যে কান ধরলাম, নাক ধরলাম...

নাহ্, তারপরও কিছু হয় না, কী আর করা!
মন খারাপ হলে এমনিতেই খুব ঘুম পায় ফোক্‌লার। তাই হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত লাগে বেশ। সামনে নরম ঘাস দেখে তার উপর সোজা শুয়ে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, আমারতো ভুল হতেই পারে। এতবার মাফ চাইলাম, ফেরত দাও প্লিজ দাঁতটা।
তারপর ঘুমিয়ে গেলে এটা-সেটা স্বপ্ন দেখে ফোক্‌লা টের পায়, হারানো দাঁতটা ফেরত এসেছে। এক লাফে জেগে উঠে চটপট আবার গুনতে শুরু করে, এক দুই চার, এক দুই চার...। অমবস্যা রাত, চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। খুশিতে দু'চোখ বুজে নাচতে নাচতে ফোক্‌লা ভাবলো, জঙ্গলের মাঝখানে বড় যে দিঘিটা আছে, সেখানে গিয়ে দাঁতগুলো একবার ভালো করে দেখা দরকার। ১০০টার মধ্যে টিকে আছে আর মাত্র কয়েকটা দাঁত। যেভাবেই হোক, এগুলোকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। মিথ্যে কথা বলা যাবে না একদম। কিন্তু এই অন্ধকারে দিঘির পানিতে দাঁতগুলো সে দেখবে কী করে? একটু আলো না পেলে ওখানে যাবেই-বা কী করে! ফোক্‌লা হাঁটছে আর ভাবছে, হাঁটছে আর ভাবছে। এই ভাবনার চাপে শুরু হলো তার হাঁচি আর কাশি। সব মিলিয়ে ওর মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হতে শুরু করলো–

হাঁচোক্কা-হাঁচোক্কা। এই শব্দটা শুনে কয়েকটা রাতজাগা পাখি ভাবলো হয়তো এটা নতুন তালের কোনো গান। মহা আনন্দে তারাও গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করলো :

হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা, হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা।
হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা, হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা...

ফোক্‌লা তখন রেগে আগুন। আমাকে ভেঙাচ্ছিস তোরা? এত সাহস পেলি কোত্থেকে? দাঁড়া, তোদের একদিন কি আমার একদিন! এসব বলে তেড়ে মারতে গেলো ওদের। কিন্তু সে কি পাখিদের মতো উড়তে পারে? যেভাবে পারে, লাফঝাঁপ দিয়ে দিয়ে হুম-হাম চেষ্টা করতে থাকলো। ফোক্‌লার রাগ আর লাফালাফি দেখে একদল প্যাঁচা মজা পেয়ে গান গাইতে শুরু করলো :
হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা, রাগ করে বোকা
হাঁচোক্কা হাঁচোক্কা, দাঁতে দাও টোকা।

আর যায় কোথায়। এটা শুনে ফোক্‌লার রাগে আরও মাথাখারাপ হয়ে গেলো। ভুলেই গেলো কে যেন তাকে বলেছিলো, রেগে গেলেনতো হেরে গেলেন। মাটি থেকে একটা ভাঙা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আবারও তাড়া করতে শুরু করলো সবাইকে। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে কি এত সহজে দৌড়ানো যায়! একটা মস্ত গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়লো মাটিতে। গাছটা ঘুমাচ্ছিলো, হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে ভীষণ বিরক্ত হয়ে ধমকে দিলো বেশ।
ঠিক তখনই ফোক্‌লা দেখতে পেলো, একটা নীল রঙের আলো এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। একটু পরপর জ্বলছে আর নিভছে। প্রথমে একটু ভয় পেয়ে ফোক্‌লা বুঝতে চেষ্টা করলো। তারপর রাগ ভুলে বেশ কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলো সেদিকে। ভাবলো, নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু!

ওদিকে গুগি যেমনটা ভেবেছিলো, সেভাবেই মাঠের কাছে এসে দাঁতের আলো পরীক্ষা করতে শুরু করেছে ততক্ষণে। যে পাখিগুলো হাঁচোক্কা

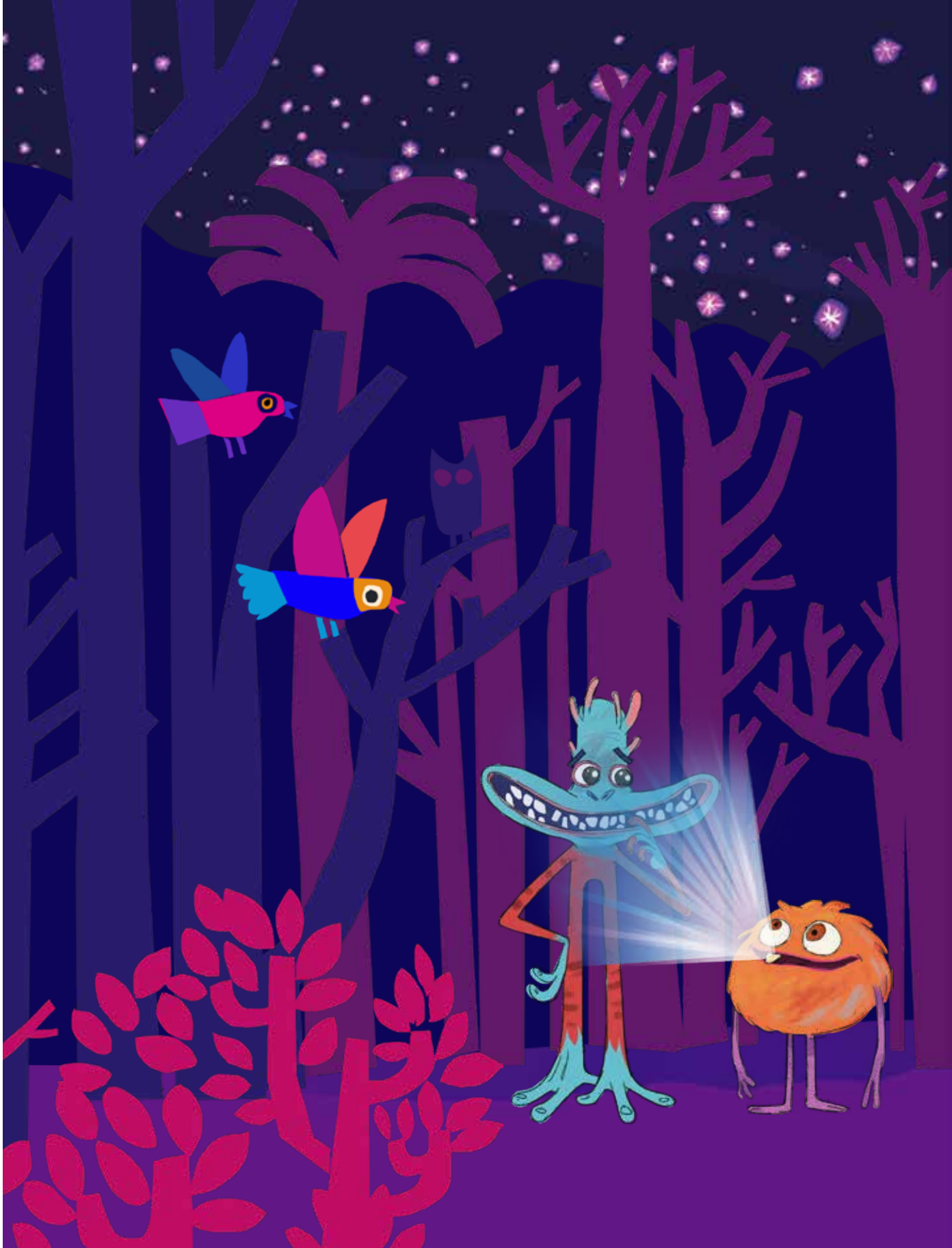

হাঁচোক্কা গাইতে গাইতে ফোক্‌লার তাড়া খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলো, হঠাৎ এমন আলো দেখে তারাও সবাই চলে এসেছে গুগির কাছে। গুগি তখন নিজের জন্মদিনের একটা গান বানিয়ে গাইছে :

শিয়ালমামা, হুয়াহুয়া
হুক্কাহুয়া হুয়াহুয়া
বলো সবাই হুক্কাহুয়া
কালকে এসো হুয়াহুয়া।
চলে এসো হুক্কাহুয়া।

গুগির গান শুনে দূর থেকে শিয়ালের দল ডাকতে শুরু করলো, হুক্কাহুয়া, হুক্কাহুয়া। পাখির দল সেটা শুনে আরও জোরে গেয়ে উঠলো, কিচিরমিচির, হাঁচোক্কা, কিচিরমিচির হাঁচোক্কা...। গুগি ভীষণ মজা পেয়ে হাঁচোক্কা হুক্কাহুয়া, কিচিরমিচির হুয়াহুয়া গানের তালে তালে মুখটা একবার বন্ধ করে, একবার খোলে। মাঠটাও একবার নীল হয়, একবার কালো। জন্মদিনের সকাল হবার আগেই উৎসবে মেতে উঠলো পুরো জায়গাটা। গান আর আলোর তালে সবাই নাচতে শুরু করেছে তিড়িংবিড়িং নাচ। ফোক্‌লা এদিকটায় এগিয়ে এসে ভাবলো, হয়তো আলোটা নিজেই নাচানাচি করছে। তারপর হঠাৎ কেন জানি ঘাবড়ে গিয়ে দিলো একটা দৌড়। তখনই কীভাবে যেন গুগির পিঠে ধাক্কা খেয়ে ধপাস করে পড়ে গেলো মাটিতে।
চমকে গিয়ে গুগি-ফোক্‌লা দু'জনই পালালো দু'পাশে। গুগি এতক্ষণ বেশ আনন্দেই নাচছিলো। সহজে নিজেকে সামাল দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। ফোক্‌লা আবারও একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে কপাল ফুলিয়ে অন্ধকারে খুঁজতে লাগলো কে আছে আশপাশে। গুগি মুখটা বড় করে খুলতেই দাঁতের আলোতে প্রথমে দেখতে পেলো ফোক্‌লাকে। ফোক্‌লাও দেখেছে গুগিকে, কিন্তু এমন একটা ভাব করলো, যেন সে কাউকে দেখতে পায়নি।
গুগি অবাক হয়ে ভাবে, ও এমন করছে কেন? দেখতে পাচ্ছে না, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?